দৈনিক বাংলা

৩।৭।৮৭

সংসদে ২টি বেসরকারী প্রস্তাব প্রত্যাহার

ছাত্রদের অবদান স্বীকার করতে হবেঃ শাহ আজিজ

(স্টাফ রিপোর্টার)

সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্রদের অবদানের উল্লেখ করে বলেন তাদের এই অবদানকে স্বীকার করা উচিত। তিনি বলেন, ছাত্ররা যেন রাজনীতি করার সঙ্গে লেখাপড়াও করে এবং শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়নের পরিবেশ বজায় থাকে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বেসরকারী সদস্য দিবসে সরকারী দলের সদস্যা বেগম আয়েশা সর্দারের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে সংসদ নেতা বক্তব্য পেশ কালে একথা বলেন। তিনি বলেন আমাদের যেমন রাজনীতি করার অধিকার আছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদেরও রাজনীতি করার অধিকার আছে। রাজনীতি করা একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার বন্ধ করা ঠিক হবে না।

বেগম আয়েশা সর্দারের এই প্রস্তাবের আলোচনায় প্রস্তাবক এবং দুজন মন্ত্রীসহ মোট ১৮ জন সংসদ সদস্য অংশ নেন। অধিকাংশ সদস্যই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। প্রস্তাবটি হাউসের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করে

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শাহ আজিজ

(১ম পৃঃ পর)

নেয়া হয়।

এদিন আরও একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনা হয়। আওয়ামী লীগ (হা) সদস্য শ্রী প্রফুল্ল কুমার শীলের দেশের পতিতালয়সমূহ অবিলম্বে উচ্ছেদ সম্পর্কে ২১শে মে উত্থাপিত প্রস্তাবটি আলোচনা শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক এব্যাপারে একটি কমিটি গঠনের পর প্রত্যাহার করা হয়। আওয়ামী লীগের জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফের অবিলম্বে বাংলাদেশের সকল ভূমি জরীপ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপনের পর হাউস মুলতবী ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বেসরকারী সদস্য দিবসে এই প্রস্তাবটি আলোচিত হবে। এ দিনের কর্মসূচীতে বেনামী সম্পত্তি অর্জন বন্ধ করার জন্য একটি বেসরকারী সদস্য বিল ছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সদস্য হাজির না থাকায় বিলটি উত্থাপিত হয়নি।

বেগম আয়েশা সর্দারের প্রস্তাব সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মজিদুল হক বলেন যে উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা কম বলে ছাত্রসমাজ ইচ্ছায়ই হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দলীয় রাজনীতি তৎপরতা বন্ধ করার প্রস্তাব উত্থাপন করে বেগম আয়েশা সর্দার বলেন যে গরীবের সন্তানেরা বাপমায়ের কষ্টার্জিত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়।

যে গরীব পরিবারের সন্তানটি লেখাপড়া শিখতে এসে রাজনৈতিক কোন্দলের শিকার হয়ে নিহত কিংবা গেফতার হয় সে পরিবারটি হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। সংসার তাদের সর্বস্বান্ত হয়। এসব দিক বিবেচনা করে ছাত্রদেরকে দলীয় রাজনীতিতে জড়িত না করতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

ছাত্রদেরকে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের পর রাজনীতিতে আসতে তিনি পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ছাত্রদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়াকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার ফল বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র দেখে হতাশ হয়ে তারা নিজেরাই রাজনীতিতে চলে আসে।

এটা আইন করে ঠেকানো যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সরকার দলীয় সদস্য জনাব জহিরউদ্দিন খান দেশের ভবিষ্যৎ কারিগর ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে এদেরকে উচ্চ শিক্ষায় ব্রতী হতে উৎসাহিত করতে আহবান জানান।

জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে এর পেছনে একটি বিক্ষুব্ধ মনোভাব রয়েছে।

তিনি বলেন, রাজনীতি বর্জনীয় নয়। রাজনীতি দোষের নয়। বিজ্ঞান ভিত্তিক সঠিক রাজনীতি বেছে নিতে হবে।

জনাব শাহজাহান সিরাজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের গৌরবজনক ভূমিকার কথা বর্ণনা করে বলেন যে ছাত্রদেরকে অন্যের রাজনীতিতে জড়িত না হয়ে সঠিক দর্শন ভিত্তিক রাজনীতি করতে হবে তবেই এ দেশে ছাত্র রাজনীতির গৌরব অম্লান থাকবে।

এছাড়া সর্বজনাব আলমাস হোসেন, আসাদুজ্জামান, আনিসুজ্জামান খোকন, শ্রী প্রফুল্ল কুমার শীল, এম এ মতিন সিরাজুল হক শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।